যায়যায়দিন

তারিখ 26 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

সরকারি মেডিকাল কলেজে টিউশন ফি বাড়ছে

কামরুন নাহার মুন্না

সরকারি মেডিকাল কলেজগুলোতে টিউশন ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। চলতি সেশনেই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানা গেছে। সূত্রে জানা গেছে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিউশন ফি প্রতি ছাত্রছাত্রীর জন্য বার্ষিক ৪০০ টাকার জায়গায় ১ হাজার টাকা এবং হস্টেলের সিট রেন্ট বার্ষিক ৬০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, সরকারি মেডিকাল কলেজগুলোতে টিউশন ফি স্বাধীনতার আগে যে হারে ছিল, এতোদিন পর্যন্ত তাই ছিল। কিন্তু কলেজ বা হস্টেলে ছাত্রছাত্রীদের সেবা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের খরচ আগের তুলনায় অন্তত ২০ গুণ বেড়ে গেছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে আশানুরূপ দাবি পূরণ সম্ভব হচ্ছিল না। এ যুক্তি থেকেই টিউশন ফি ও হস্টেলে সিট রেন্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

কয়েক দিন আগে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি অধিকতর সুষ্ঠু ও যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়নের পরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ বলেন, পাকিস্তান আমল থেকে টিউশন ফি একই ছিল। সময়ের প্রয়োজনে এগুলো বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া চলতি সেশনের মেডিকাল ভর্তি পরীক্ষা অক্টোবর মাসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান।

মতবিনিময় সভায় মেডিকাল ভর্তি পরীক্ষায় কিছু পরিবর্তন আনারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত পৃ২১ কলাম ৬

সরকারি মেডিকাল কলেজে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনুযায়ী, পয়েন্ট থাকলে এখন চাইলেই কেউ মেডিকাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। জন্য আবেদনকারীদের মধ্য থেকে লিখিত পরীক্ষার জন্য মোট আসন সংখ্যার পাচগুণ মেধাক্রমে বাছাই করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশের ১৪টি মেডিকাল কলেজে মোট আসন সংখ্যা ২ হাজার ১২০টি। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এর পাচগুণ অর্থাৎ ১০ হাজার ৬০০ ছাত্রছাত্রী লিখিত পরীক্ষার সুযোগ পাবে। তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি একই পয়েন্ট একাধিক প্রার্থীর হয়, তবে তাদের সবাই পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে।

এছাড়াও আবেদনকারীর যোগ্যতা হিসেবে এসএসসি ও এইচএসসিতে মোট জিপিএ-৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদাভাবে কমপক্ষে জিপিএ-৪ থাকতে হবে। কেবল উপজাতীয় ও পার্বত্য জেলার প্রার্থীদের জন্য মোট জিপিএ-৭ রাখা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদা ৩ এর নিচে জিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। নতুন পদ্ধতিতে সব ক্ষেত্রে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপিএ-৩ থাকার বিধান করা হয়েছে।

পরীক্ষার কেন্দ্র আগের মতো সব সরকারি মেডিকাল কলেজে বহাল থাকবে।

ভর্তি পরীক্ষা পরিবর্তনের সবচেয়ে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হলো প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য .২৫ হারে নাম্বার কাটা যাবে। অর্থাৎ ৪টি ভুল উত্তরের জন্য প্রার্থীর ১ নাম্বার কাটা যাবে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সিফায়েত উল্লাহ বলেন, চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগতভাবে মেধার সর্বোচ্চ মূল্যায়নের জন্য এসব পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিগত সেশনে ছাত্রছাত্রী সংক্রান্ত অভিযোগের সূত্রে সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে পেশকৃত রিপোর্টের আলোকেই এসব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।